দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 22 MAY 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৮ ...

02

গণশিক্ষার লক্ষ্যে

দেশের ব্যাপকসংখ্যক নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষরতা দানের লক্ষ্যে বিএনপি সরকার গণশিক্ষা বিপ্লব শুরু করবে বলে শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী প্রফেসর এ.কিউ.এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী যে-কথা বলেছেন, তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ। জনবহুল, দারিদ্র্যপীড়িত এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক থেকে পশ্চাদপদ আমাদের দেশের নিরক্ষর ও সাক্ষরদানে অক্ষম লোকের সংখ্যা এত বিপুল যে সমাজ-সংস্কৃতির ব্যাপক অগ্রগতি সাধন, দারিদ্র্য দূর করা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মুক্তি অর্জনের স্বার্থেই নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষর করে তোলার লক্ষ্যে গণশিক্ষা বিপ্লব শুরু করা অত্যাবশ্যক। বাস্তব কারণেই মন্ত্রী গণশিক্ষা বিপ্লব শুরু করার অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে এবং অতীতের অবহেলার কারণে সৃষ্ট একটি বিরাট জাতীয় সমস্যার উল্লেখ করে এর পটভূমিতে বর্তমান সরকারের উদ্যোগ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তুলে ধরে বলেছেন, অশিক্ষা ও নিরক্ষরতার হার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে শম্বুকগতিতে এবং তা জাতির জন্য একটি বড় সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

শিক্ষা ও সাক্ষরতা প্রতিটি মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার এবং শিক্ষা ও সাক্ষরতা অর্জনের ওপর ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতির সামগ্রিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি বিশেষভাবে নির্ভরশীল। আমাদের দেশ জনবহুল হলেও, নিরক্ষরতা ব্যাপক এবং শিক্ষার হার অত্যন্ত কম হওয়ার দরুন, অধিকাংশ লোকই শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষা-সংস্কৃতিগত উন্নয়নও বাধাগ্রস্ত হয়ে আছে। দেশের প্রতিটি মানুষকে সুশিক্ষিত করে তোলা, উচ্চশিক্ষার সুযোগ-সুবিধা দেয়া বাস্তব কারণেই যদি সম্ভব নাও হয়, অন্তত প্রত্যেককে শিক্ষার আলো দেয়া, নিরক্ষরতা দূর করা এবং সাক্ষর করে তোলা জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থেই অপরিহার্য। কেননা, শিক্ষা ও সাক্ষরতাই দেশের বিপুল জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে পরিণত করতে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অবদান রাখার যোগ্য করে তুলতে পারে। এ জন্য দরকার শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি গণশিক্ষা বিপ্লবের মাধ্যমে সাক্ষরতার হার দ্রুত বৃদ্ধি করা এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণ।

সম্প্রতি ময়মনসিংহে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিতে তিনদিনব্যাপী গণশিক্ষা কর্মসূচীর সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির ভাষণে শিক্ষা ও সংস্কৃতিমন্ত্রী দেশের বাস্তব অবস্থার চিত্র তুলে ধরে যথার্থই বলেছেন যে শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে দেশে প্রায় ৮ কোটি লোক শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। অতীতের পটভূমির উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৮০ সালে প্রথম গণশিক্ষা কর্মসূচীর অধীনে অল্প সময়ে ৪০ লাখ মানুষকে সাক্ষরতা দান করা হয়। পরবর্তী সরকার কর্তৃক উক্ত কর্মসূচী বন্ধ করার বিষয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ কর্মসূচী বন্ধ করে দেয়ার জন্য স্বৈরাচারী সরকারকে জনগণের কাছে জবাব দিতে হবে। মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে নিরক্ষরতার যে বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন, তাতে এটাই প্রত্যাশিত যে প্রেসিডেন্ট জিয়ার আদর্শ ও নীতি অনুযায়ী, বর্তমান নির্বাচিত বিএনপি সরকার দেশের উন্নয়ন ও জনকল্যাণের লক্ষ্যে গণশিক্ষা বিপ্লব শুরু এবং সর্বতোভাবে তা সফল করে তোলার প্রচেষ্টা চালাবেন।